ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

ইত্তেফাক

014

তারিখ ... 27 JUL 1986 ...
পৃষ্ঠা ... 3 ... কলাম 2 ...

ব্যবহারের অযোগ্য ঘোষিত ভবনে স্কুল অফিস ও বাসস্থান

বরিশালও পিরোজপুর জেলায় ব্যবহারের অযোগ্য ঘোষিত ১৪টি ভবন এখনও স্কুল, অফিস এবং বাসভবন হিসাবে ব্যবহার করা হইতেছে। ইহাছাড়া বিভিন্ন এলাকার আরও বহু জরাজীর্ণ ও ভগ্ন-প্রায় ভবনে বিপদের ঝুঁকি লইয়া কাজকর্ম চলিতেছে। যে কোন সময় ভবনগুলি ধসিয়া প্রাণহানির কারণ হইতে পারে।

বরিশাল প্রতিনিধি জানান, বরিশাল ও পিরোজপুর জেলার ২২টি ভবন ব্যবহারের অযোগ্য ঘোষণা করা হইয়াছে এবং এই সকল ভবন ব্যবহারে জানমালের কোন ক্ষতি হইলে গণপূর্ত বিভাগ দায়ী থাকিবে না বলিয়া গত ৩রা নভেম্বর সংশ্লিষ্ট মহলকে জানাইয়া দেওয়া হইয়াছে। এতদসত্বেও ২২টি বিপজ্জনক ভবনের মধ্যে জেলখানার ৮টি ভবন ছাড়া বাকী ১৪টি ভবন এখনও ব্যবহার করা হইতেছে। জেল কর্তৃপক্ষ ৮টি দালান নিলামে বিক্রয় করিয়াছেন। ভগ্নদশা ১৪টি ভবনে 'ব্যবহারের অনুপযোগী' সাইন বোর্ড লাগানো হইয়াছে। এই সকল ভবনের বয়স ৫৪ বৎসর হইতে ১০৪ বৎসর। বর্তমানে গণপূর্ত বিভাগ কর্তৃক বিপজ্জনক ঘোষণার পরও যে সকল ভবন ব্যবহার করা হইতেছে সেগুলি হইল— পিরোজপুর জেলার [illegible] মহকুমা [illegible] প্রাক্তন সুপারের বাসভবন, জেলা জজের বাসভবন, আর আই (পুলিশ)-এর বাসভবন, পুলিশ লাইন ব্যারাক, 'এল' জেলা স্কুল, জেলা কালেক্টরেট এবং প্রাক্তন এস, ডি, ও (সাউথ) অফিস। জেলা কালেক্টরেট ভবনের দোতলায় হাঁটাচলা করিলে ভবনটি কাঁপিতে থাকে। একটি সূত্র জানায়, এই দুইটি জেলায় গণপূর্ত বিভাগের ভবন ছাড়াও বেশ কিছু সরকারী অফিস ও বাসভবন রহিয়াছে —যেগুলি ব্যবহারের অনুপযোগী হইয়া পড়িয়াছে।

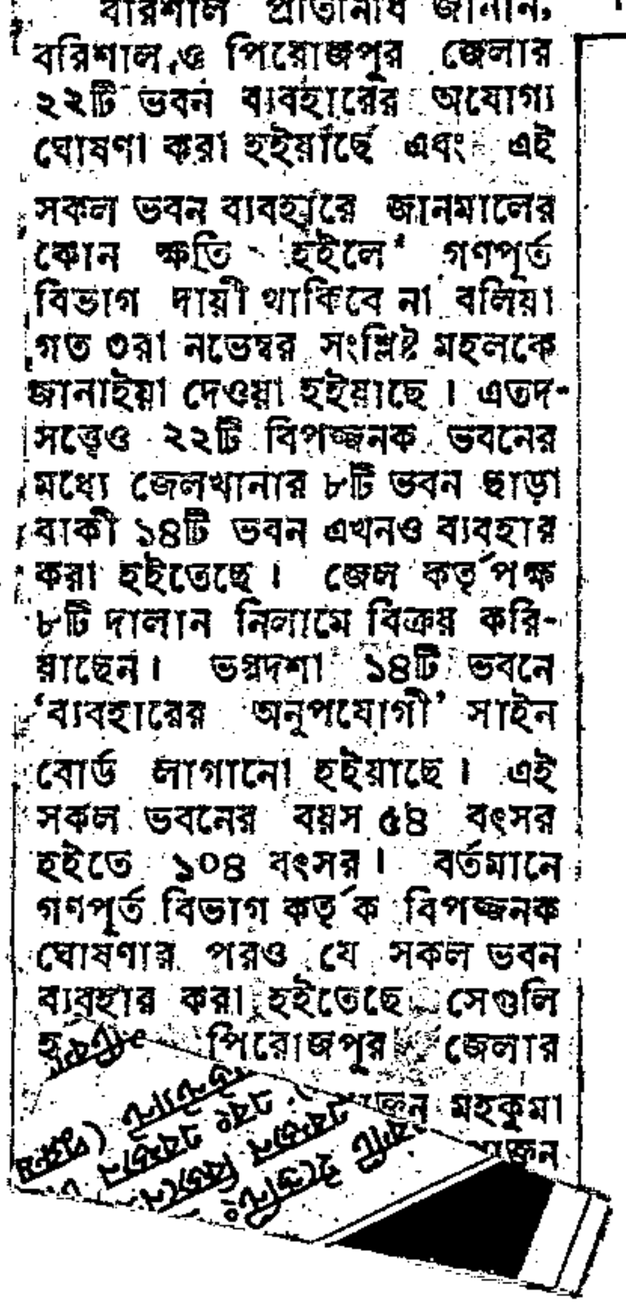

ভাণ্ডারিয়ার (পিরোজপুর) সংবাদদাতা জানান, সংস্কারাভাবে ভাণ্ডারিয়া উপজেলার বেশ কিছু প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাদ ধসিয়া পড়ার আশঙ্কা দেখা দিয়াছে। তন্মধ্যে উত্তর পৈকখালী, জমিরতলা, শিয়ালকাঠি প্রভৃতি স্কুলের অবস্থা অত্যন্ত করুণ।

চাঁপাইনবাবগঞ্জের সংবাদদাতা জানান, শিবগঞ্জ উপজেলার দাদনচক উচ্চ বিদ্যালয়ের ১টি হলঘর ও ২টি শ্রেণীকক্ষ ভাঙ্গিয়া পড়ার আশঙ্কায় দীর্ঘদিন ধরিয়া কক্ষ ৩টি বন্ধ রাখা হইয়াছে। দীর্ঘদিনের পুরাতন বিদ্যালয়টি অবিলম্বে মেরামতের ব্যবস্থা করা দরকার। অপরদিকে মনাকষা হুমায়ুন রেজা উচ্চ বিদ্যালয়ের কয়েকটি কক্ষ যে কোন সময় ধসিয়া পড়ার আশঙ্কা দেখা দিয়াছে।

বাগেরহাটের সংবাদদাতা জানান, বাগেরহাট পৌর এলাকার নাগের বাজার সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাদ চুয়াইয়া বৃষ্টির পানি পড়ে। রামপাল উপজেলার খেগড়াঘাট সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় ভবন যে কোন সময় ধসিয়া পড়িতে পারে। মোরেলগঞ্জ উপজেলার জিউধরা গ্রামের সরকারী প্রাথমিক বিদ্যা-

(৩য় পৃঃ দ্রঃ)

স্কুল অফিস ও বাসস্থান

(৩য় পৃঃ পর)

লয়ের প্রাচীর ধসিয়া পড়িতেছে, একই উপজেলার পাঁচগাঁও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের পুরাতন পাকা ভবনটি ধসিয়া পড়ার উপক্রম হইয়াছে। ইতিমধ্যে ছাদের কিছু অংশ খুলিয়া পড়ায় ২ জন আহত হয়। রামপাল উপজেলার দীর্ঘদিনের পুরাতন কাশিমপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয় ভবনটি জরাজীর্ণ ও ভগ্নপ্রায়।

রায়গঞ্জের (লক্ষ্মীপুর) সংবাদদাতা জানান, রায়গঞ্জ উপজেলার সোনাপুর ইউনিয়ন পরিষদের পাকা ভবন এবং উপজেলা সদর কৃষি বীজাগার যে কোন মুহূর্তে ধসিয়া পড়ার আশঙ্কা রহিয়াছে। পাক আমলে নির্মিত ইউনিয়ন পরিষদ ভবন ও বীজাগারের ছাদ এবং দেয়ালে ছোট বড় বহু ফাটলের সৃষ্টি হইয়াছে এবং প্রাচীর খসিয়া পড়িতেছে। ছাদ দিয়া বৃষ্টির পানি পড়ে। দুইটি ভবনই টিকিয়া থাকার মত ক্ষমতা হারাইয়া ফেলিয়াছে বলিয়া জনৈক প্রকৌশলী কর্তৃপক্ষের নিকট রিপোর্ট পেশ করেন।

নওগাঁর সংবাদদাতা জানান, নওগা জেলা কোর্টের পুলিশ অফিসে বৃষ্টির সময় পানি পড়িয়া কাগজপত্র ভিজিয়া যাওয়ার উপক্রম হয়। উল্লেখ্য, গণপূর্ত বিভাগ ১৯৮৩ সালে নওগাঁ কোর্ট ভবন ব্যবহারের অনুপযোগী ঘোষণা করে এবং ঐ বৎসরই কোর্টের পুলিশ অফিসের কাঠের বিম ভাঙ্গিয়া ছাদসহ নীচে পড়িয়া যায়। অতঃপর উক্ত অফিস পার্শ্বের ঘরে স্থানান্তর করা হয়। কিন্তু বর্তমান অফিসের ছাদও যে কোন সময় ভাঙ্গিয়া পড়িতে পারে বলিয়া আশঙ্কা করা হইতেছে।

বগুড়ার সংবাদদাতা জানান, নির্মাণের দুই মাসের মধ্যেই গাবতলী উপজেলা সদরে ৩ লক্ষ ৭৬ হাজার টাকা ব্যয়ে নির্মিত ডাক বাংলোর ছাদ ও দেওয়ালে ফাটল ধরিয়াছে।